সমকাল

তারিখ 03 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

আইসিটি সেন্টার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, এর মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করা সহজ হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিক করতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হবে। গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে দেশের সব উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হবে। বাসস, বিডিনিউজ, ইউএনবি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ব্যুরো ও পরিসংখ্যানের (ব্যানবেইস) উদ্যোগে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দেশের সব উপজেলায় আইসিটি সেন্টার গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ১২৫টি সেন্টার উদ্বোধন করা হলো। এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে দেশের ১ লাখ শিক্ষককে আইসিটিতে 'মাস্টার ট্রেনিং' দেওয়া সম্ভব হবে।

উন্নয়ন তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কেবল শহর বা রাজধানীকেন্দ্রিক উন্নয়ন চাই না। উন্নয়ন গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে গেছি, সবার সমান উন্নয়ন করতে চাই।' মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যে স্কুলে লেখাপড়া করেছেন সে স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনে একটি করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিয়ে হলেও সহযোগিতা করুন। আপনার স্কুলকে আপনিই দিন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগে কম্পিউটার কিনতে অনেক টাকা লাগত। পার্টির জন্য একটা কম্পিউটার কিনেছিলাম। অ্যাপল কম্পিউটার, ডিজিটাল প্রিন্টার কিনতে প্রায় ৩ লাখ টাকা লেগেছিল। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগই প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে।' তিনি বলেন, যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, তখন অনেকেই তা নিয়ে 'ঠাট্টা-তামাশা' করেছিল। আজকে প্রমাণ হয়েছে, বাংলাদেশ সত্যিই ডিজিটাল। এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে কৃতিত্ব দিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সব সময় পরামর্শ দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে তার কাছ থেকেই আমরা পরামর্শ নিই। মা হয়েও আমি বলব, কম্পিউটার ব্যবহার ছেলের কাছ থেকে শিখেছি, এখনও শিখছি। শেখার কোনো শেষ নেই। এটা হলো বাস্তবতা।'

উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো– প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া; যাতে তারা শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে আরও ভালো জ্ঞান দিতে পারেন। দ্বিতল প্রতিটি সেন্টারে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্র থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী ইউআইটিআরসিই উদ্বোধন শেষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, রাজশাহীর পবায় উদ্বোধন ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

কেন্দ্রে উপস্থিত নেতা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। 'শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত অং সিউয়েন দো। ইউআইটিআরসিইর প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যানবেইসের পরিচালক ফসীউল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।

এ সময় মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য, আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।